পথকুকুরদের ভাইরাস প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পাগল কুকুরের কামড়ে মেদিনীপুর শহরের বহু মানুষ জখম হওয়ার পর বাকি কুকুরদের রেবিস ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পথে নামল পশুপ্রেমীর দল। রবিবার সকাল থেকে মেদিনীপুর শহর ঘুরে বহু পথ কুকুরকে এই ভাইরাস প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেন তাঁরা। সেই সঙ্গে মেদিনীপুর শহরের কুকুরের সংখ্যা কমানো সহ এই ধরণের কর্মসূচির জন্য পৌর প্রশাসনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা।

গত চারদিন আগে মেদিনীপুর শহরের অরবিন্দ স্টেডিয়াম রোড থেকে বেশ কয়েকটি বাজার এলাকায় পাগল কুকুরের কামড়ে জখম হয়েছিলেন ৩০ জনের বেশি পথচলতি মানুষ। এই কুকুরটি এরপর ধরা না পড়ার কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে গিয়েছিল

শহর জুড়ে। এই ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাগল কুকুরের খোঁজ শুরু করা হয়েছে। জখমদের চিকিৎসা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এরপরই মেদিনীপুর শহরে পথেঘাটে থাকা বাকি পথচলতি কুকুরগুলির জন্য পাগল কুকুরের কামড় থেকে রক্ষা করতে এন্টি রেবিস ভাইরাস ইঞ্জেকশন দেওয়া শুরু করল একদল পশুপ্রেমী যুবক-যুবতি। রবিবার সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরে ঘুরে তাঁরা এই ভাইরাস প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ মন্ডল বলেন, পাগল কুকুরের কামড়ে অনেকেই জখম হয়েছেন জানি। সেই পাগল কুকুরের মধ্যে থাকা ভাইরাস যাতে অন্যান্য কুকুরের মধ্যে প্রসারিত না হয় তার জন্য বাকি কুকুরদের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। সেই সঙ্গে পৌর প্রশসনকে অনুরোধ করব কুকুরের সংখ্যা কমানোর জন্য নির্বীজকরণ ও এই ধরণের উদ্যোগে শামিল হতে।

নদী থেকে উদ্ধার শিক্ষকের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ এক শিক্ষকের মৃতদেহ নদীতে ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। একদিন আগে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে নিখোঁজ ছিলেন ওই ব্যক্তি। দিনভর নিখোঁজ থাকার পরে পরদিন দুপুরে নদীতে তাঁর দেহটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল শহরে শিলাবতী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম দিলীপ ঘোষ (৫০), পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি ঘাটাল শহরের কুশপাতা এলাকার বাসিন্দা। বাসিন্দারা রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ ঘাটাল শহরের মাঝে থাকা শিলাবতী নদীর জলে মৃতদেহটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। দেহটি নদীতে ভাসিয়ে রাখা বাঁশের সঙ্গে আটকে ছিল। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই শিক্ষক শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে তিনি মর্নিং ওয়াকে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের লোক খোঁজাখুঁজি শুরু করে, পরে ঘাটাল থানায় লিখিত অভিযোগও করেন তাঁরা। শনিবার দিনভর নিখোঁজ থাকার পরে রবিবার দেহ উদ্ধার হওয়াতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

তাঁর দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না, তবে কি কারণে মৃত্যু হল এই শিক্ষকের তদন্ত শুরু করেছে ঘাটাল থানার পুলিশ।

রামনগরে তৃণমূলের কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রামনগর ১ ব্লকের তালগাছাড়ী ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মীসভা হল রবিবার। এদিন স্থানীয় বোধড়া পন্থেশ্বরী স্কুল বাজারে অঞ্চল তৃণমূলের কর্মী সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, রামনগর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই চরণ সার, রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মহাপাত্র, তালগাছাড়ী ২ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিশ্বজিৎ জানা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মানিক মাইতি, রামনগর ১ ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বরঞ্জন মিশ্র প্রমুখ। এদিনের সভায় পাঁচ শতাধিক তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা হাজির ছিলেন।

জাগরণ সংঘের রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ এলাকাবাসীর পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল রামনগরের ঠিকরাহাট জাগরণ সংঘ। ৭৫তম প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষে শারদোৎসবের সূচনা হল রবিবার। এদিন এই উপলক্ষ্যে রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, ব্লাড সুগার নির্ণয় শিবির-সহ শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারী পাচার রোধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আয়োজক সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক সুধাংশু দে বলেন, রবিবার ৮৫ জন রক্ত দেন। ১৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় ও ৫০ জনের রক্তপরীক্ষা করা হয় এবং ১৫০ জনের ব্লাড সুগার নির্ণয় করা হয়। সব রক্তদাতাকে সবুজ বাঁচাতে চারাগাছ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, রক্তের প্রয়োজনে এলাকার অনেককেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। সে জন্যই আমাদের সংস্থার তরফে এই আয়োজন। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা এইরকম সামাজিক শিবিরের আয়োজন করে চলেছি। তাঁর কথায়, এদিন বিকেলবেলায় 'সারা বাংলা নৃত্য প্রতিযোগিতা'-র অডিশন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি, রামনগর ১ ব্লক সভাপতি শম্পা মহাপাত্র, জেলা পরিষদ সদস্য সুরঞ্জনা মাইতি, গোবরা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বিশ্বমুকুল দে, রামনগর রেড ক্রস সোসাইটির সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ গিরি, সমাজকর্মী বৃন্দাবন গিরি প্রমুখ।

গীতিছন্দের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের পরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থা গীতিছন্দের উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল শাস্ত্রীয় ও লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার অধ্যক্ষ সঙ্গীতশিল্পী সুনীল বেরা ও উপস্থিত অন্যান্য গুণীজনেরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে বাংলা খেয়াল পরিবেশন করেন অদ্রিজা পড়িয়া, তাপসী পান্ডে, স্বপ্নদীপ পতি। গীতিছন্দ সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা, শাস্ত্রীয় ও লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতাদের মন জয় করেন। পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুনীল বেরার নিজের রচিত ও সুর আরোপিত। প্রখ্যাত তবলাবাদক শ্যামল কাঞ্জিলাল তাঁর তবলা লহরিতে মুগ্ধ করেন শ্রোতাদের। দুরদর্শন ও বেতারশিল্পী কৌশিক ভট্টাচার্য্যের অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন সকলকে মোহিত করে। সুনীল বেরার একক সঙ্গীত পরিবেশনাও ছিল হৃদয়গ্রাহী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হারমোনিয়াম বাদক পিন্টু রায়, বিশিষ্ট তবলা বাদক কানন পড়িয়া, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক দেবজিৎ দাস-সহ অন্যান্য গুণীজনরা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন সুনীল বেরা। এই মনোগ্রাহী সঙ্গীতসন্ধ্যা সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী মোম চক্রবর্তী।

বিজেপির দক্ষিণ মন্ডলের সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে ভগবানপুর ১ ব্লকের দক্ষিণ মন্ডলের সাংগঠনিক বৈঠক হল রবিবার। এদিন বাজকুলের এক সভাগৃহে আয়োজিত সভায় কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তপন মাইতি বলেন, সাংগঠনিকভাবে বিজেপির বুথ থেকে জেলা হয়ে রাজ্য পর্যন্ত কিভাবে সমন্বয় রেখে দলের রাজনৈতিক বিস্তার করা হয়, তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। শাসকদল তথা তৃণমূলের সন্ত্রাসে জর্জরিত ভগবানপুরের এই মন্ডলে দলীয়ভাবে সমস্ত সহযোগিতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছি। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এই ধরণের বৈঠকের ফলে এলাকায় দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। এদিনের সাংগঠনিক বৈঠকে শতাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা যোগ দেন।

নক্‌আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানিপারুল ঃ স্বর্গীয়া সুপ্রিয়া দাস স্মৃতি নক্‌আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পানিপারুল কনকপুর নেতাজী স্পোর্টস্‌। একদিনের এই নক্‌আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে, তারা হল পানিপারুল, আনন্দপুর, বালিসাই, গোবিন্দপুর, বালিঘাই, দিঘা, এগরা, গোবডাঙা। এই খেলায় বলে শট মেরে উদ্বোধন করেন পানিপারুল ৫ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা প্রধান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস পট্টনায়ক, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ রজত কুমার বেরা, পানিপারুল হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক তরুণ কুমার মাইতি। বাঙালির সেরা খেলায় এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। খেলা খুবই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন রেফারিরা। ফাইনালে এগরা ও পানিপারুল অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল খেলায় ১-০ গোলে এগরা জয়লাভ করে। তাদের হাতে অর্থ ও সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। খেলার শেষে সম্পাদক কৃষ্ণদাস সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পত্রিকা উদ্বোধন ও কবিতা পাঠের আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত হাউর-এ গ্রন্থলোক পাঠাগারে রবিবার অনুষ্ঠিত হল পত্রিকা উদ্বোধন এবং কবিতাপাঠের আসর। অনুষ্ঠানে 'অক্ষরে ধোয়া জীবন' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ এবং 'অর্ঘ্য' ও 'পৃথ্বীশ' নামক দুইটি পত্রিকার উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ব্যাকরণবিদ কালীপদ চৌধুরী, ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, কবি সুনীল মাজি, অধ্যাপক লায়েক আলি খাঁন-সহ বিশিষ্টরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কবি তাঁদের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে দিনটিকে স্মরণে রাখেন।

জ্বলদর্চি'র শারদ উৎসব ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পত্রিকা প্রকাশ, স্মৃতিচারণ, কবিতাপাঠ, আড্ডা, গান, সম্মান জ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে মহালয়ার আগের দিন তথা রবিবার সন্ধেতে মেদিনীপুর শহরের জ্বলদর্চি দপ্তরে অনুষ্ঠিত হল ১৪২৫ শারদ উৎসব। দুই মেদিনীপুর থেকে একযোগে জ্বলদর্চি ২৬ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। এদিন উৎসব সংখ্যা প্রকাশ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরুণাভ প্রহরাজ। বিশেষ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সমালোচনা সংখ্যা প্রকাশ করেন প্রবীণ প্রাবন্ধিক হরিপদ মন্ডল। হরিপদ মন্ডলকে জানানো হয় স্মারক সম্মান। গান পরিবেশন করেন অনিতা সাহা, অমিতেশ চৌধুরী, প্রলয় বিশ্বাস। আদিবাসী সমাজ ও দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে নানান অজানা তথ্য তুলে ধরেন প্রাবন্ধিক মধুপ দে। স্মৃতিচারণ, কবিতাপাঠে অংশ নেন সিদ্ধার্থ সাঁতরা, সুভাষ জানা প্রমুখ। উল্লেখ্য, এবারের বিশেষ সংখ্যার বিষয় 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সমালোচনা'। সহজে মেলে না, আর যদিও বা পাওয়া যায়, প্রকাশক বদল ও নতুন সংস্করণের কারণে মূলের স্বাদ পাওয়া যায় না—পুরানো অথচ চিরকালের এমন বইকে আজকের পাঠক-সমাজের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এবারের এই বিশেষ সংখ্যা। মানকুমারী বসুর 'প্রিয় প্রসঙ্গ', রেজাউল করিমের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ', ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা ঠাকুরাণীর কথা' ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের আলোচনা করেছেন সুতপা ভট্টাচার্য, মীরাতুন নাহার, প্রভাত মিশ্র প্রমুখ। ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন, অনুপ রায়, ওয়াসিম কাপুর, রবীন দত্ত প্রমুখ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন দেবাশিষ রায়। উৎসব ১৪২৫ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে অরুণ মিত্র, গোপাল হালদার, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অপ্রকাশিত চিঠি। এছাড়া গদ্যে পদ্যে সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের পাশে স্থান পেয়েছে বহু তরুণের লেখা। রয়েছে চিত্র, ফটোগ্রাফি। সুন্দর ব্যঞ্জনাবহ প্রচ্ছদ এঁকেছেন শোভন পাত্র। জ্বলদর্চির সম্পাদক ঋত্বিক ত্রিপাঠি জানান, একমাত্র সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতিই আমাদের রক্ষা করতে পারে যাবতীয় অধর্মের হাত থেকে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ময়না খন্ডের উদ্যোগে সোমবার ময়না বিডিও অফিস চত্বর এলাকায় মিছিল করে। এই সংঘ ১৯২৫ সাল থেকে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপি ৯৩ বছর ধরে কাজ করে আসছে। তারই একটা নমুনা হিসাবে ময়না খন্ডে যে প্রতিনিধিরা রয়েছে তাদের মধ্যে দেশাত্ববোধ, সামাজিকতাবোধ এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই আয়োজন, প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আরবিএম স্কুলে বিজ্ঞান কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম শহরের রাণী বিনোদমঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং মেদিনীপুর সায়েন্স সেন্টারের সহযোগিতায় জীববিদ্যা বিষয়ক একদিনের কর্মশালা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শতাধিক ছাত্রী অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পুষ্পলতা বারুই, সায়েন্স সেন্টারের কর্ণধার সুচাঁদ পান, সায়েন্স সেন্টারের পক্ষে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বয়েজের প্রাক্তন শিক্ষক পূর্ণেন্দু মাজী, শালবনী নীচু মঞ্জরী গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা অনিন্দিতা শাসমল, বিদ্যালয়ের জীববিদ্যার শিক্ষিকা প্রতীতি চ্যাটার্জী-সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা। হাতেকলমে অনেক কিছু শিখতে পেরে খুশি কর্মশালায় যোগদানকারী শিক্ষার্থীরা। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের উপর এই ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী ০৯/০৯/২০১৮ তারিখে আমার ইং ১৭/০৯/২০১০ তারিখে সম্পর্কিত হাঁসচড়া অবর নিবন্ধক অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২০১০ সালের ০৪২১২ বিক্রয় কবলাটি নন্দকুমার বাজারে হারাইয়া গিয়াছে। তন্নর্থে ডাইরি করিয়াছি। কাহারও খোঁজে থাকিলে অবগতি করাইবেন।
রিন্টু খাঁন
মো ঃ- ৭৪৭৮৩২২২৫৫